দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৯.১.৪৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৫ ...

0-003

১৯৮৭-থেকে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক একমুখী শিক্ষাক্রম চালু

।। হাসিনা আলম ।।

সমন্বিত সাধারণ বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করে ১৯৮৭ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করা হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা দফতর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে একটি নমুনা জরীপ সম্পন্ন করে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের।

নতুন শিক্ষাক্রমের প্রস্তুতি হিসাবে গত এক বছরে দেশের ছয় হাজার ছ'শ বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে পরিচালিত নমুনা জরীপের রিপোর্টে দেখা গেছে যে, দেশের মোট ১২ শ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নেই। ৩৬ শ স্কুলে সামান্য সুবিধা এবং ১৮ শ স্কুলে বিজ্ঞানের জন্য মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা রয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে ১২ শ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। কর্মসূচীতে প্রতিটি স্কুলে পৃথক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী নির্মাণের জন্য এক লক্ষ টাকা দেয়া হবে। একই সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য প্রতি স্কুলে ২০ হাজার টাকা ছাড়াও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সাত হাজার টাকা দেয়া হবে। ইতিমধ্যে প্রতিটি স্কুলের উন্নয়ন কাজের জন্য প্রায় ৩৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। এসব স্কুলের উন্নয়ন আগামী এক বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের ৩৬ শ স্কুলে ভিন্ন ভিন্নভাবে উন্নয়ন কাজ শুরু করা হবে। প্রায় তিন শ স্কুলে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞানভিত্তিক

(১-এর পৃঃ পর)

নির্মাণ কাজে অর্থ সাহায্য দেয়া হবে। প্রতি স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের শুরুতে সরকার দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করেন। কিন্তু শতকরা ৬০ ভাগ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা না থাকায় সরকারকে গত বছর জুলাই মাসের মধ্যে এই কার্যক্রম স্থগিত রেখে বিজ্ঞান এবং মানবিক—দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম চালু করতে হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলেও বিভিন্ন স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।